□

২৬.০ উদ্দেশ্য

২৬.১ প্রস্তাবনা

২৬.২ রাজনৈতিক অংশগ্রহণ ঃ সংজ্ঞা

২৬.৩ রাজনৈতিক অংশগ্রহণ ঃ বিশ্লেষকদের ভূমিকা

২৬.৪ অংশগ্রহন ঃ প্রধান নির্দেশকসমূহ

২৬.৪.১ লিঙ্গ

২৬.৪.২ শিক্ষা

২৬.৪.৩ ব্যক্তিগত জীবনধারা

২৬.৫ অংশগ্রহণ ঃ কাঠামোগত-পরিবেশগত দিক

২৬.৫.১ রাজনৈতিক ফলপ্রসূতা

২৬.৫.২ নীতি, সমাজ ও ধারণা

২৬.৬ রাজনৈতিক অংশগ্রহণ ও গণতন্ত্র

২৬.৬.১ প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র

২৬.৬.২ প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্র

২৬.৬.৩ সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্র

২৬.৬.৪ অংশগ্রহণ ও এলিট তত্ত্ব

২৬.৬.৫ অংশগ্রহণ ও নিষ্ক্রিয়তা ঃ মতামতের খতিয়ান

২৬.৭ বৈদ্যুতিন গণতন্ত্র

২৬.৮ অনুশীলনী

২৬.৯ গ্রন্থপঞ্জী

২৬.০ উদ্দেশ্য

এই এককের পরিশেষে আপনি যা জানতে পারবেন—

- রাজনৈতিক অংশগ্রহণের অপরিহার্য ভূমিকা; রাজনৈতিক অংশগ্রহণের সংজ্ঞা;
- রাজনৈতিক অংশগ্রহণের সম্পর্কে লেস্টার মিলব্র্যাথসহ বিভিন্ন বিশ্লেষকের চিন্তাধারা;

- লিঙ্গ শিক্ষা, ব্যক্তিগত জীবনধারা, রাজনৈতিক ফলপ্রসূতা, নীতি-সমাজ-ধারণার বিস্তৃত আলোচনার ভিত্তিতে রাজনৈতিক অংশগ্রহণের মূল নির্দেশসমূহের পরিচয়;
- প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ গণতন্ত্র এবং সমাজতান্ত্রিক ধারণার প্রসঙ্গের অংশগ্রহণের প্রকৃত নির্ধারণ;
- রাজনৈতিক অংশগ্রহণের এলিট তত্ত্ব;
- অংশগ্রহণ ও নিষ্ক্রিয়তার আলোকে দুটি বিষয়ের পক্ষে ও বিপক্ষে মতামতের খতিয়ান;
- রাজনৈতিক অংশগ্রহণের 'আধুনিকতম ধারণা'—বৈদ্যুতিন গণতন্ত্র যা নয়া প্রযুক্তির মাধ্যমে অংশগ্রহণের ধারণার উপর গড়ে উঠেছে।

২৬.১ প্রস্তাবনা

রাজনৈতিক যোগাযোগ সম্পর্কে আলোচনার সূত্র ধরে বলা যায়, আমরা প্রত্যেকেই এক বিশেষ, রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক পরিবেশের মধ্যে বাস করে রাজনীতি সম্পর্কে জ্ঞান আহরণ করি। তাতে আমাদের রাজনৈতিক সামাজিকীকরণের ব্যবহার ও রাজনৈতিক সংস্কৃতির মধ্যে নিজেদের আচরণের ধরন-ধারণে বৈচিত্র্য অনেক। কোনও কোনও ব্যক্তিকে রাজনীতিতে অত্যন্ত সক্রিয় হতে দেখা যায়; এদের মধ্যে কেউ রাজনৈতিক দলে যোগাদান করে, কেউবা নির্বাচনের সময়ে কোনও বিশেষ প্রার্থীর হয়ে প্রচারে সচেষ্ট হয়, কেউবা কোনও স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠীর কাজকর্মের সঙ্গে জড়িত থাকে। এদের মধ্যে কেউ রাজনীতির মাধ্যমে কোনও উচ্চ প্রশাসনিক পদে আসীন হন। অন্যদিকে বহু ব্যক্তি আছেন যারা রাজনৈতিক প্রক্রিয়া থেকে সম্পূর্ণ দূরে সরে থাকেন, এমনকি ভোটদানেও তারা আগ্রহ দেখান না।

রাজনৈতিক অংশগ্রহণ

সমাজবিজ্ঞানে রাজনৈতিক অংশগ্রহণের গুরুত্ব কোথায়? এর উত্তরে প্রাথমিকভাবে বলা যেতে পারে, গণতন্ত্রই হোক বা অন্য বাবস্থাই হোক রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত ব্যতীত তা চলতে পারে না। আর এর মধ্যেই রয়েছে অংশগ্রহণের সূত্র। অন্যদিকে যে নাগরিক অংশগ্রহণ করতে ব্যর্থ হয় সে অংশগ্রহণকারীদের তুলনায় কম ক্ষমতার অধিকারী যদিও অংশগ্রহণকারী মাত্রই প্রকৃত ক্ষমতার অধিকারী হয় না, ও অংশগ্রহণ না করলেও ক্ষমতার ভাগী হওয়ার সম্ভাবনা একেবারেই নষ্ট হয়।

বিশেষকরে গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক ব্যবস্থায় অংশগ্রহণের অধিকারকে ঐ ব্যবস্থার অন্যান্য মূল বৈশিষ্ট্য যেমন স¥œ

৩. ২. ৪.

(dictated participation)

২৬.২ রাজনৈতিক অংশগ্রহণ ঃ সংজ্ঞা

রাজনৈতিক অংশগ্রহণ এমন স্বেচ্ছাধীন **(Voluntary)** প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে সমাজের শাসক নির্বাচনে ও জননীতি প্রণয়নে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভূমিকা নেয়। এক্ষেত্রে

১

২

শুধুমাত্র সফল কার্যকলাপই রাজনৈতিক অংশগ্রহণ প্রক্রিয়ার আওতায় পড়ে না।

২৬.৩ রাজনৈতিক অংশগ্রহণ ঃ বিশ্লেষকদের ভূমিকা

(Lester Milbrath)

১৯৬৫ Political Participation : How and why do people get involved in Politics? (hierarchical)

/ (Gladiators), (Spectators), (Apathetic) ৬০%

(badge)

(progression)

(adjustment)

বহুক্ষেত্রে একটি বিশেষ গোষ্ঠীর ব্যক্তিসমূহ (যেমন, 'যোদ্ধাগণ') অন্য গোষ্ঠীর ব্যক্তিদের (যেমন, 'দর্শক') মতো আচরণে লিপ্ত থাকেন

১৯৭৭ **Political Participation**-

(Sidney Verba), (Norman H. Nie) (J. Kim)-

Participation in America ¥œ The Modes of Democratic Participation Participation and Political Equality,

(specialization)-

(protestors), (community activists) (party and campaign workers), (communicators), (contactors) (voter) (inactive)

অংশগ্রহণ ঃ প্রধান নির্দেশকসমূহ

(general)

/

এই অংশে আমরা রাজনৈতিক অংশগ্রহণের নির্ণায়ক হিসেবে অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক কারণ ব্যাখ্যা করব। কারা রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করে এবং কেন করে?

(motivate)

(structural)

(Gender), (education), (life patterns)-

(Gender difference)

(variable)

এই ফারাক ভোটদানের হার, দলীয় আনুগত্য জননীতি বিষয়ে রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী ও রাজনৈতিক নীতি ও মূল্যবোধের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে লক্ষণীয়। ভোটদানের প্রকৃতি বিশ্লেষণ করতে গিয়ে পঞ্চাশের দশকে গবেষকরা লক্ষ্য করেন, সাধারণভাবে

পুরুষদের তুলনায় মহিলাদের প্রবণতা হল দক্ষিণপন্থী রাজনৈতিক দলগুলির প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন। মহিলাদের ঐ ধরনের রাজনৈতিক রক্ষণশীলতা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বিশ্লেষকদের বক্তব্য, ধর্মীয় আচার-আচরণ পালন, দীর্ঘ আয়ু ও রাজনৈতিক সংগঠনে সক্রিয়তার অভাব ইত্যাদি কারণে মহিলাদের একধরনের প্রবণতা দেখা যায়।

পরবর্তীকালে গবেষণায় প্রমাণিত হয় যে মহিলাদের রাজনৈতিক রক্ষণশীলতার ধারণা সর্বাংশে সত্য নয়। পাশ্চাত্য দুনিয়ার উন্নত দেশসমূহে সাধারণভাবে রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় ও বিশেষভাবে উচ্চপর্যায়ের রাজনৈতিক পদে মহিলাদের সংখ্যা ক্রমশ বাড়ছে; অনেকক্ষেত্রে, যেমন নরওয়ে, ডেনমার্ক, সুইডেন ইত্যাদি দেশে মহিলাদের অংশগ্রহণ পুরুষদের সমপর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছে। রাষ্ট্রসংঘ কর্তৃক প্রকাশিত প্রতিবেদন Human Development Report-এ এই মাত্রায় মহিলাদের অংশগ্রহণকে নারী সক্ষমতা (Women empowerment)-র প্রকাশ বলে ব্যাখ্যা করা হয়। যদিও ব্রিটেন, অস্ট্রেলিয়া, ইটালি, আয়ারল্যান্ড ও ফ্রান্সে মহিলাদের রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী তুলনামূলকভাবে রক্ষণশীল। পশ্চিমের অন্যান্য দেশে, মহিলারা এই রক্ষণশীলতা কাটিয়ে উঠছেন। সাম্প্রতিককালের গবেষণায় এও দেখা গিয়েছে যে ডেনমার্ক, পশ্চিম জার্মানী, স্পেন, কানাডা প্রভৃতি দেশে নতুন প্রজন্মের মহিলারা পুরুষদের তুলনায় বেশি সংখ্যায় বাম দলের সদস্য হচ্ছেন।

উল্লেখ্য যে উপরোক্ত গবেষণাসমূহ সম্পূর্ণভাবেই পাশ্চাত্যের উন্নত দেশগুলির প্রবণতার ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। ভারতবর্ষের মতো উন্নতিশীল দেশগুলিতে মহিলা-পুরুষের ফারাক রাজনীতির বিভিন্ন স্তর ও ক্ষেত্রে বিদ্যমান। যে আর্থসামাজিক অবস্থায় এই দেশগুলিতে পিতৃতান্ত্রিক বিন্যাস টিকে থাকে, সেখানে ঐ অবস্থার আমূল পরিবর্তন না ঘটা পর্যন্ত রাজনৈতিক অংশগ্রহণে পুরুষদের তুলনায় মহিলারা পিছিয়ে থাকবে।

Almond and Verba

(gladiator)-

(Charisma)

(skill)

২৬.৪.৩ ব্যক্তিগত জীবনধারা

২৬.৫ অংশগ্রহণ ঃ কাঠামোগত - পরিবেশগত দিক

/

(political efficacy)-

—

/ (Trust)

১

২

৩

৪ ¥¤

নীতি, সমাজ ও ধারণা

স্বীকৃত ও বৈধ রাজনৈতিক অংশগ্রহণ প্রক্রিয়াও কোনও কোনও ক্ষেত্রে সূক্ষ্ম নিয়ন্ত্রণের আওতায় পড়ে।

—

—

১৯৭১

১৯২৮

(Maurice Duverger), (Vicky Randall), (Karstin Barkman)-

(resource position discrepancy)

ধারণাগত প্রেক্ষিতের সমর্থক যারা তারা বিশ্লেষণ করেন অধিপতি বিশ্বাস কাঠামো (dominant beliefs structure) কীভাবে রাজনৈতিক রুচি (preference) ও রাজনৈতিক আচরণ গঠনে সাহায্য করে।

২৬.৬ রাজনৈতিক অংশগ্রহণ ও গণতন্ত্র

¥¤

¥¤

১ ২ ৩

৪ — /

/ ৫ ৬

২৬.৬.১ প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র

(local govt. institutions)

(Electronic

democracy)

প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্র

(common features)

প্রতিনিধিত্বমুখী গণতন্ত্রের ধারণাগত ও প্রক্রিয়াগত স্তরে রাজনৈতিক স্বাধীনতার ধারণা সর্বোচ্চ গুরুত্ব পায়।

২৬.৬.৩ সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্র

মার্কস, এঙ্গেলস ও লেনিনের চিন্তাধারায় বিকশিত সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্র ও পুঁজিবাদভিত্তিক উদার গণতন্ত্রের প্রকৃতিগত পার্থক্য বহু আলোচিত বিষয়। তবুও এই স্বল্প পরিসরে এই বিকল্প গণতন্ত্রের বিষয়টি উল্লেখ করা প্রয়োজন।

সমাজতান্ত্রিক চিন্তাধারায় পুঁজিবাদভিত্তিক গণতন্ত্রকে সামন্ততান্ত্রিক যুগের রাজনৈতিক বিন্যাসের থেকে 'উন্নততর' ব্যবস্থা বলে গণ্য করা হলেও এই গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠান বা রীতিনীতির 'সীমাবদ্ধতা' ও 'আনুষ্ঠানিকতা'র দিকেও এক্ষেত্রে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়। একারণেই যুক্তি দেওয়া হয় যে অসম অর্থনৈতিক ব্যবস্থার মধ্যে উদার গণতন্ত্র যে রাজনৈতিক স্বাধীনতার কথা বলে তা সংশ্লিষ্ট শোষণ ও নিষ্পেষণের পরিমণ্ডলে কখনোই বাস্তবায়িত হতে পারে না। এই কারণেই ব্যক্তিস্বাধীনতার সুযোগসুবিধা সমাজের অধিপতিশ্রেণীর সদস্যরা ভোগ করেন; অন্যদিকে, নিষ্পেষিত জনগণের কাছে এই রাজনৈতিক স্বাধীনতা 'ফাঁপা প্রতিশ্রুতি'-তে পর্যবসিত হয়। স্বাভাবিকভাবেই যে 'সার্বজনীন নির্বাচন'-এর বিষয় আমরা পূর্বাংশে আলোচনা করলাম সেই প্রক্রিয়ায় জন-অংশগ্রহণের ব্যাপারটি এই বিকল্প চিন্তাধারায় **মেকি অংশগ্রহণ** (pseudo-participation) বলে বর্ণনা করা হয়।

অন্যদিকে, সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রের ইতিহাসে সর্বপ্রথম শাসনব্যবস্থায় সংখ্যাগরিষ্ঠের অংশগ্রহণ সম্ভব হয়। সমাজতন্ত্র তার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য অনুসারে নতুন উৎপাদন ব্যবহার মধ্যে নিজস্ব গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা গড়ে তোলে। শোষণমুক্ত শ্রমিকশ্রেণী ব্যক্তিমালিকানা বর্জিত সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক বিন্যাসের মাধ্যমে "প্রকৃত রাজনৈতিক স্বাধীনতা"র স্বাদ পায়। চূড়ান্ত পর্যায়ে সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রের পথেই জন্ম নেবে সাম্যবাদী সামাজিক স্বশাসন যার মধ্যে জনগণের শাসন ও ব্যক্তিগত স্বাধীনতা এক নতুন মাত্রা লাভ করে। এ পর্যায়ে রাষ্ট্র বিলুপ্ত হলে রাজনীতির চিরাচরিত ভূমিকাও লুপ্ত হবে।

২৬.৬.৪ অংশগ্রহণ ও এলিট তত্ত্ব

সনাতনী এলিট তত্ত্বের প্রবক্তাদের গণতন্ত্র সম্পর্কে প্রধান আপত্তি এই যে এই প্রক্রিয়ায় মানুষের মধ্যে স্বাভাবিক শ্রেণীবিন্যাস (hierarchy) ব্যাহত হয়। রাজনৈতিক প্রেক্ষিতে এলিট তত্ত্বের মূলতত্ত্ব এই ঃ ক্ষুদ্র গোষ্ঠীর শাসন শুধুমাত্র কাম্য নয়, অবশ্যম্ভাবীও বটে। **এলিট তত্ত্বের সঙ্গে প্রাথমিকভাবে তিন প্রবক্তার নাম ওতপ্রোতভাবে জড়িত—গিটানো মস্কা (Gaetano Mosca), (Vilfred Pareto) (Roberto Michel)-** নিজেদের চিন্তাধারা সম্পূর্ণভাবে এক না হলেও এরা এ বিষয়ে সহমত পোষণ করতেন যে 'প্রতিনিধিমুখী-গণতন্ত্র' এক অত্যন্ত "বিপজ্জনক" ধারণা।

মস্কা, প্যারেটো ও মিচেল-এর বক্তব্য বাস্তব রাজনীতিতে বিপজ্জনক প্রয়োগের সম্মুখীন হয় যখন বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় ও তৃতীয় শতকে ইতালির ফ্যাসিবাদী শাসকেরা এই 'এলিট তত্ত্বের' মাধ্যমে নিজেদের অগণতান্ত্রিক শাসনের যৌক্তিকতা ব্যাখ্যা করতে সচেষ্ট হয়। সম্ভবত অভিজ্ঞতার কারণেই মস্কা পরবর্তীকালে জনপ্রতিনিধিমুখীনতার সমর্থনে বলেন, এর ফলে অন্তর্মুখী ও অতিসন্তুষ্ট শাসকবর্গের মধ্যে বহুতত্ত্বের চেতনা

আসবে ও এই চেতনা কাম্য। প্রসঙ্গত শুমপিটার মনে করেন, এই প্রতিযোগিতা সৃষ্টি করা যায়; শুমপিটার মনে করেন, এই প্রতিযোগিতা রাজনৈতিক ব্যবস্থার পক্ষে স্বাস্থ্যকর।

তবে এলিট তত্ত্বের সঙ্গে পরবর্তীকালে যাঁর নাম জড়িয়ে যায়, তিনি সি-রাইট মিলস্ (C-wright Mills)। তাঁর The Power Elite গ্রন্থে রাইট মিলস্ মূলত মার্কিন সমাজের প্রকৃতি বিশ্লেষণ করে 'ক্ষমতাগোষ্ঠী'র প্রবল উপস্থিতি ব্যাখ্যা করেন। রাইট মিলসের মতে, যুক্তরাষ্ট্র ও অন্যান্য শিল্পোন্নত সমাজে রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ পদে আসীন ব্যক্তিদের নিয়েই এই ক্ষমতাগোষ্ঠী গঠিত হয়। এক্ষেত্রে সামরিক বাহিনী ও বেসরকারি সংগঠনে আসীন উচ্চপদস্থ কর্মচারীদেরও রাইট মিলস এই গোষ্ঠীর সদস্য রূপে চিহ্নিত করেন। তবে রাইট মিলসের বক্তব্য মূল সিদ্ধান্তগ্রহণকারীদের পদ ব্যতীত শাসনব্যবস্থার অন্যান্য ক্ষেত্রে 'মধ্যবর্তী পর্যায়'-এর কর্মচারী ও জনসাধারণ নির্বাচন ও অন্যান্য রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় যুক্ত থাকতে পারে কিন্তু ক্ষমতার অধিকারী হতে পারে না।

এ প্রসঙ্গে বলা যায় শিল্পোন্নত সমাজে বণ্টনের প্রকৃতি বিশ্লেষণে পরবর্তীকালে কিছু প্রভাবশালী তাত্ত্বিক বড় ভূমিকা পালন করেন। এদের মধ্যে রবার্ট ডাল (Robert Dahl) তাঁর Who Governs ও Polyarchi Participation and Opposition গ্রন্থদ্বয়ে উদার গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার হতাশজনক চিত্র তুলে ধরেন। এক্ষেত্রে ডাল বা সমসাময়িক তাত্ত্বিকগণ সামাজিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থার বিশ্লেষণ করে দেখান কীভাবে কিছু ধরনের অংশগ্রহণ কাঠামোগতভাবে গণতান্ত্রিক পরিমণ্ডলের আওতায় আনা হয় এবং কিছু ধরনের অংশগ্রহণ কাঠামোগতভাবেই ঐ পরিমণ্ডলের বাইরে থেকে যায়।

২৬.৬.৫ অংশগ্রহণ ও নিষ্ক্রিয়তা ঃ মতামতের খতিয়ান

১

২ —

৩

—

১

২

৩

¥¤

বৈদ্যুতিন গণতন্ত্র

(electronic town meeting)

(electronic referendum)

একটি কম্প্যুটার আনুষঙ্গিক প্রযুক্তির সাহায্যে বিশ্বের কোনও প্রান্ত থেকে অন্য যে-কোনও প্রান্তে তথ্য ও বক্তব্য প্রেরণ বা গ্রহণ করার মধ্যে দিয়ে আমরা সকলেই নিজেদের সচেতনতা বাড়াতে পারি ও বিভিন্ন রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় আমাদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে পারি—এই যুক্তিই বৈদ্যুতিন গণতন্ত্রের ভিত্তি।

কিন্তু বাস্তবে

বৈদ্যুতিন গণতন্ত্রের ব্যাপক রূপায়ণ সহজ নয়।

—

২৬.৮ অনুশীলনী

অতিসংক্ষেপে উত্তর দিন ঃ

১

২

সংক্ষেপে উত্তর দিন ঃ

১

২

বিশদভাবে উত্তর দিন ঃ

১

২

১ L. Milbreth and M. Goel : Political Participation, (Chicago), 1977.

২ D. L. Silhed : International Encyclopoedia of Social Sciences, Vol. 11 and 12, 1972, pp. 252-265.

৩। A. H. Birch : The Concepts and Theories of Modern Democracy (London), 1993.

৪ B. Axford et al. (eds) Politics : An Introduction, Political Participation (London), 1997.